একাদশ অধ্যায়: ধর্ম ও স্বদেশ প্রেম

▶ যোগ্যতাভিত্তিক কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-ক. সদ, সুন্দর এবং সম্যকভাবে জীবনযাপনের এক অঙ্গীকার হলো ধর্ম। উক্ত কথাটি কে বলেছেন? বৌদ্ধধর্মে কয়টি সম্যক পথের কথা স্বীকৃতি পেয়েছে? ছয়টি সম্যক পথের নাম লেখ। ১+১+৩=৫

উত্তর: সদ, সুন্দর এবং সম্যকভাবে জীবন যাপনের এক অঙ্গীকার হলো ধর্ম– কথাটি বুদ্ধ বলেছেন।

বৌদ্ধধর্মে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা আটটি সম্যক পথের স্বীকৃতি পেয়েছে।

ছয়টি সম্যক পথের নাম হলো–

১. সদ্‌দৃষ্টি, ২. সদ্‌কর্ম, ৩. সদ্‌বাক্য, ৪. সদ্‌জীবিকা, ৫. সদ্‌সংকল্প ও ৬. সদ্‌প্রচেষ্টা।

প্রশ্ন-খ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অবদান ছিল অনেক। এই মুক্তিযুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়? এই যুদ্ধে বৌদ্ধদের অবদান সম্পর্কে ৪টি বাক্য লেখ। ১+৪=৫

উত্তর: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ সালে সংঘটিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি ও উপজাতি বৌদ্ধরা:

১. বৌদ্ধরা পাকসেনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিয়েছেন।

২. তারা বিহার ও প্যাগোডায় নিরীহ মানুষদেরকে আশ্রয়, খাদ্য, চিকিৎসা দিয়ে সহায়তা করেছেন।

৩. বৌদ্ধ ভিক্ষুগণও দেশ-বিদেশে স্বাধীনতার পক্ষে অবদান রেখেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাথের, পণ্ডিত জ্যোতি পাল মহাথের, পণ্ডিত শান্ত পদ মহাথের প্রমুখ।

৪. অন্যদিকে বৌদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সূপতি রঞ্জন বড়ুয়া, সাধন বড়ুয়া, সুবাস বড়ুয়া প্রমুখ ব্যক্তিগণ অন্যতম।

প্রশ্ন-গ. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে কী বুঝ? একজন দেশ প্রেমিক হিসেবে নিজেকে কীভাবে প্রকাশ করবে? এ সম্পর্কে তিনটি বাক্য লেখ। [প্রা.শি.স.প. ২০১৫] ২+৩=৫

উত্তর: স্বাধীন সার্বভৌম দেশ ও জাতি গঠনের সুযোগ লাভ করাই হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। যুগ যুগ ধরে এই চেতনাই বাঙালি জাতির প্রেরণারূপে কাজ করে যাচ্ছে।

একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে আমি–

১. দেশকে ভালোবাসবো।

২. দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করব।

৩. দেশের উন্নতির জন্য সর্বদা পরিশ্রম করব।

▶ সাধারণ কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-ঘ. দেশপ্রেমের গুরুত্ব তুলে ধর। [প্রা.শি.স.প. ২০১৬] ৫

http://teachingbd.com

উত্তর: দেশপ্রেম মানবজীবনের অপরিহার্য উপাদান। নিজের দেশকে ভালোবাসাই হলো দেশপ্রেম। দেশপ্রেমে এগিয়ে আসা সকল মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য। দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার মাঝেই নাগরিক জীবনের সার্থকতা প্রতিফলিত হয়। পৃথিবীতে যারা কর্মঠ ও উন্নত জাতি তারা সকলেই নিজ দেশকে গভীরভাবে ভালোবাসে। সমাজ ও জীবন গঠনের জন্য স্বদেশপ্রেম, কর্তব্য-পরায়ণতা ও কৃতজ্ঞতাবোধ এ গুণগুলো অতীব প্রয়োজনীয়।

প্রশ্ন-ঙ. মানুষ কী ধরনের জীব? সমাজ জীবনে কত রকম নীতি রয়েছে? কেন বৌদ্ধধর্মে কর্মকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে? তা চারটি বাক্যে লেখ। ১+৪=৫

উত্তর: মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ জীবনে সাধারণ ও ধর্মীয় এ দুরকম নীতি প্রচলিত আছে।

দায়িত্ব-কর্তব্য মানুষকে উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যায় যার পেছনে কোনো অলৌকিক শক্তি কাজ করে না। নিজের কর্মশক্তি দিয়ে মানুষ তার আপন মনুষ্যত্বকে আলোকিত করতে পারে। মানুষ তার আত্মশক্তি দিয়েই বিশ্বের সব কর্ম সম্পাদন করতে পারে। এ জন্যই বৌদ্ধ ধর্মে কর্মকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছে।

প্রশ্ন-চ. কুশল কর্ম কি? আমাদের কীভাবে চাহিদা মেটানো দেওয়া হয়েছে। ১+৪=৫

উত্তর: প্রজ্ঞা ও শীল সম্পর্কযুক্ত কর্মই কুশল কর্ম।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ হলো বৌদ্ধধর্মের আটটি সম্যক পথ। মানুষের সামাজিক জীবনে অনেক ধরনের দুঃখ চাহিদা থাকতে পারে। যেমন- ক্ষুধা, দারিদ্র্যতা, বিত্ত-বৈভব ও সম্পদ অর্জনের চিন্তা এবং নানা অভাব অনটন। নিয়মনীতি মেনে ধর্মকে অবলম্বন করে আমাদের চাহিদা মেটানো উচিত।

প্রশ্ন-ছ. পাঁচটি বাক্যে আন্তধর্মীয় সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধর।

উত্তর: মানুষ সমাজবদ্ধ জীব তাই একই সমাজে নানা জাতি, গোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রে পরস্পরের সহযোগী হয়ে বসবাস করে। সবাইকে নিয়েই সমাজ। মানব সমাজে থাকবে সামাজিক ঐক্য, সংহতি ও পারস্পারিক সম্প্রীতির বন্ধন। একটি বনে বা বাগানে যেমন– নানা জাতের বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, ফল, ফুল প্রভৃতি থাকে, তেমনি মানব সমাজও সে রকম। তাই একই সমাজে নানা জাতি-গোষ্ঠী ও ধর্ম-বর্ণের মানুষ না থাকলে সে সমাজ সুন্দর মনে হয় না।

Teachingbd.com